বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিষয়: ২৫ ভাদ্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ অনুষ্ঠিত ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ডের ১১৮ তম সভা কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব আসাদুজ্জামান নূর এম পি
তারিখ	:	০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮
সময়	:	বিকেল ৩:০০ টা
স্থান	:	সভাকক্ষ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফাউন্ডেশনের ১১৮তম পরিচালনা বোর্ডের সভার সদস্যগণের উপস্থিতির চিত্র পরিশিষ্ট 'ক'তে সন্নিবেশিত।

সভাপতি সভায় উপস্থিত পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ডিয়াক ইউনিটের সিসিইউতে চিকিৎসাধীন ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপের রোগ মুক্তি কামনা করা হয়।

অত:পর পরিচালকের অনুপস্থিতিতে উপপরিচালকে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করতে অনুরোধ করেন। শুরুতেই তিনি বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে । স্মরণ করেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে, যাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর আলোচ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন
১ নং	বিগত ২৬.০৪.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ১১৭তম সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও নিশ্চিতকরণ।	বিগত ২৬.০৪.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ডের ১১৭তম সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয়। কার্যবিবরণীর ১ম পৃষ্ঠায় আলোচ্য বিষয় কলামে ২০১৮ এর স্থলে ২০১৭ প্রতিস্থাপিত হবে। এছাড়া কার্যবিবরণী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। আলোচনান্তে, উক্ত সংশোধনীসহ কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন। **সিদ্ধান্ত:** আলোচনা অংশে উল্লিখিত সংশোধনীসহ ২৬.০৪.২০১৮তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ডের ১১৭তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

২নং	পরিচালনা বোর্ডের গত ১১৭তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি সভায় উপস্থাপন।	পরিচালনা বোর্ডের গত ১১৭তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অবস্থা সভায় পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়। আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ক) ফাউন্ডেশন থেকে প্রেরিত লোককারুপণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে বিমানবন্দরের বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের বিপনণ কেন্দ্রে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্ণার এই পরিচিতি থাকবে। খ) লোক ও কারুশিল্পীকে আজীবন সম্মাননা প্রদানের নিমিত্ত এক কোটি টাকার এনডাউমেন্ট ফান্ড এবং আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের নিমিত্ত পঞ্চাশ লক্ষ টাকার আরোও একটি ফান্ড সৃষ্টির লক্ষ্যে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিকট যথাসময়ে দাবী জানাতে হবে। গ) বর্তমান প্রেক্ষাপটে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উইংপ্রধানকে বোর্ড সভার সম্মানীত সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তির ব্যবস্থা রেখে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আইন,১৯৯৮ শিরোনামের বিদ্যমান আইনটি সংশোধনের পদক্ষেপ নিতে হবে। ঘ) নীতিমালা অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ কমিটি ও ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত টিম গ্রামাঞ্চলের মেলায় প্রেরণ করে গবেষণা ও ডকুমেন্টেশনের ভিত্তিতে লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করতে হবে। **বাস্তবায়ন:** পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন।
৩নং	বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের জন্য সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংশোধিত রাজস্ব (আবর্তক) মঞ্জুরীকৃত অর্থ এবং ফাউন্ডেশনের নিজস্ব আয়/প্রাপ্তির অর্থের সংশোধিত বিভাজনসহ বাজেট ও প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব।	ক) বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের জন্য সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংশোধিত রাজস্ব (আবর্তক) খাতে মঞ্জুরীকৃত অর্থ এবং ফাউন্ডেশনের নিজস্ব আয়/ প্রাপ্তির অর্থের সর্বমোট ৭,২৫,০০,০০০.০০ (সাত কোটি পঁচিশ লক্ষ) টাকার কার্যপত্রে প্রদত্ত সংশোধিত বাজেট বিভাজন এবং ৬,৯৯,৫৯,৭২১.৩৬ (ছয় কোটি নিরানব্বই লক্ষ উনষাট হাজার সাতশত একুশ টাকা ছত্রিশ পয়সা) টাকা প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হলো (সংশোধিত বাজেট বিভাজন এবং প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব পরিশিষ্ট 'ক' এ সংযুক্ত)। তবে খাতভিত্তিক ব্যয় অর্থ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা সরকারের নিরীক্ষা ও হিসাব বিভাগ কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে। খ) সরকারের নিরীক্ষা ও হিসাববিভাগ কর্তৃক আলোচ্য সনের নিরীক্ষা সমাপ্তির পর ফাউন্ডেশন নিরীক্ষা প্রতিবেদন বোর্ডকে অবহিত করবে।

৪নং	ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সরকারের কাছ থেকে খাত- উপখাত অনুযায়ী রাজস্ব (আবর্তক) মঞ্জুরীকৃত অর্থ এবং ফাউন্ডেশনের নিজস্ব আয়ের অর্থের বিভাজনসহ বাজেট প্রস্তাব।	ক)কার্যপত্রে প্রদত্ত বিভাজন অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সরকারের কাছ থেকে খাত-উপখাত অনুযায়ী রাজস্ব (আবর্তক) খাতে মঞ্জুরীকৃত অর্থ এবং ফাউন্ডেশনের নিজস্ব আয়ের অর্থের সর্বমোট ৭,২৫,০০,০০০.০০ (সাত কোটি পঁচিশ লক্ষ) টাকার প্রস্তাবিত বিভাজন অনুযায়ী বাজেট প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হলো (২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট বিভাজন পরিশিষ্ট 'খ' এ সংযুক্ত)। খ) খাতভিত্তিক ব্যয় অর্থ বিভাগের গাইডলাইন এবং আর্থিক বিধিবিধান অনুসারে সম্পাদন করতে হবে। খাতভিত্তিক ব্যয় অর্থ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা সরকারের নিরীক্ষা ও হিসাব বিভাগ নিরীক্ষা করবে। গ) সরকারের সংশোধিত রাজস্ব বাজেটে দাবীর মাধ্যমে প্রস্তাবিত বাজেট ঘাটতির (-) ৪৫,০০,০০০.০০ (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ) টাকা মেটানোর পরামর্শ প্রদান করা হলো। সংশোধিত বাজেটে উক্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ পাওয়া না গেলে ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে প্রকৃত পরিমাণ অর্থের মধ্যেই ব্যয় সম্পাদন করতে হবে। ঘ)২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফাউন্ডেশনের নিজস্ব আয়ের কার্যপত্রের প্রদত্ত বিভাজন অনুযায়ী মোট ৩,৬০,০০,০০০.০০টাকা (তিন কোটি ষাট লক্ষ) টাকা সম্ভাব্য আয় নির্ধারণের প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হলো। ঙ) গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পর্কিত কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ মোতাবেক ফাউন্ডেশনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। **বাস্তবায়ন:** পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
৫নং	ফাউন্ডেশন থেকে কারুশিল্পী পদক প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন ও পুরুস্কারের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন প্রসঙ্গ।	ক) কারুশিল্পীদের পদক প্রদান নীতিমালাটি পরামর্শক/বিশেষজ্ঞ কমিটি বরাবরে পূনরায় উপস্থাপন পূর্বক পর্যালোচনা করে সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন:** পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
৬নং	বোর্ড সভার সদস্যগণের সম্মানীর হার বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।	আলোচ্য বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে বোর্ড সভার সদস্যগণের সভায় উপস্থিতির ক্ষেত্রে সম্মানীর বর্তমান পরিমাণ ৩,০০০.০০ টাকার পরিবর্তে ৫,০০০.০০ টাকা বৃদ্ধির বিষয়ে সভা একমত

		পোষণ করেন। **সিদ্ধান্ত:** ক) পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণের সভায় উপস্থিতির ক্ষেত্রে সম্মানীর পরিমাণ ৩,০০০.০০ (তিন হাজার) টাকার পরিবর্তে ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা বৃদ্ধির বিষয়ে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণের পরামর্শ প্রদান করা হলো।
বিবিধ ৭নং	ফাউন্ডেশন চত্বরের মধ্যে নির্ধারিত একটি স্থানে শিশুদের বিনোদনের নিমিত্ত নৌকার রাইড, টয় ট্রেন, চড়কা দিয়ে শিশু বিনোদন চত্বর নামে একটি জোন সৃষ্টি করা।	উপস্থাপিত বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। দেশের ঐতিহ্যবাহী লোককারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, পুনরুজ্জীবন ও গবেষণা করা যে প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য সে প্রতিষ্ঠানে, শিশুদের বিনোদনের জন্য পৃথক জোন সৃষ্টি করা মোটেও যৌক্তিক বা যথাযথ নয়! সকল শ্রণির দর্শনার্থীগণ ফাউন্ডেশন পরিদর্শনের মাধ্যমে দেশের অন্যতম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লোককারুশিল্প সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করবে এবং কারুশিল্প অনুরাগী হবে এমন পরিবেশ বজায় রাখা ফাউন্ডেশনের কাজ । সুতরাং শিশুদের বিনোদনের জন্য পৃথক জোন সৃষ্টি করার প্রস্তাব বিবেচনা করার কোন অবকাশ নেই। সিদ্ধান্ত: ক) শিশুদের বিনোদনের জন্য পৃথক জোন সৃষ্টি করার প্রস্তাব বিবেচনা করা গেল না।

আলোচনা শেষে সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আসাদুজ্জামান নূর এম.পি) ১১.১০.১৮
মন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি
পরিচালনা বোর্ড
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন